জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার দাবিতে ধর্মঘট

২০ সেপ্টেম্বর, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। জলবায়ু নিয়ত পরিবর্তনশীল হলেও বর্তমান পরিবর্তন উদ্বিগ্ন হবার মতো। কারণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপকতা অভূতপূর্ব এবং এ পরিবর্তনে মানব জাতির প্রত্যক্ষ দায়ভার আজ সর্বাংশে প্রমাণিত। ২০০১ সালে প্রকাশিত আইপিসিসি-র (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) জলবায়ু সমীক্ষা প্রতিবেদন নিশ্চিত করেছে যে, বায়ুমন্ডলে তাপধারণকারী গ্যাস (Heat Trapping Gases) যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদির আধিক্য ক্রমেই বাড়ছে। শিল্পায়ন, বিশেষ করে শিল্পোৎপাদনে জ্বালানী শক্তির (Power for Industrial Production) জন্য জীবাশ্ম জ্বালানীর (Fossil Fuel) যথেচ্ছ ব্যবহার একদিকে যেমন বায়ুমন্ডলে তাপধারণকারী গ্যাসের আধিক্য বাড়াচ্ছে; অন্যদিকে বন উজারীকরন ও ভূমির অযথার্থ ব্যবহারের ফলে উদ্ভিদ, বন ও ভূমির কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণের সক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। যা সন্দেহাতীত ভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming) বাড়াচ্ছে এবং বৈশ্বিক জলবায়ু ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনছে।

প্রাক-শিল্পায়ন যুগে যেখানে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব ছিল কমবেশি ২৮০ পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন) বর্তমানে এর পরিমাণ ৪১০ পিপিএম, এবং তা বৃদ্ধি পাচ্ছে অতি আশংকাজনক হারে। বায়ুমন্ডলে তাপধারণকারী গ্যাসসমূহ বৃদ্ধির সমানুপাতিক হারে বাড়ছে পৃথিবীর উষ্ণায়ন। ইতিমধ্যে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা প্রাক-শিল্পায়ন (Pre industrialization) সময়ের তাপমাত্রা থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর বেশী বেড়েছে। আইপিসিসি'র (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) অনুমান অনুযায়ী বায়ুমন্ডলে তাপধারণকারী গ্যাসসমূহ বৃদ্ধির এ প্রবণতা চলমান থাকলে ২০৫০ সাল এবং ২১০০ সাল নাগাদ গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ৫৫০-৭০০ পিপিএম (কার্বন ডাইঅক্সাইড ইকুইভ্যলেন্ট) এবং ৬৫০-১২০০ পিপিএম (কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট)। গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের এই ক্রম আধিক্য বিশ্লেষণ করে আইপিসিসি'র সর্বশেষ প্রতিবেদন জানিয়েছে যে, ২১০০ সাল নাগাদ বিশ্বের গড় উষ্ণায়ন (Global Mean Temperature) প্রাক-শিল্পায়ন যুগের পর্যায় থেকে ৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। অন্যান্য জলবায়ু মডেল ধারনা করছে যে, ১৯৯০ সাল থেকে ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় উষ্ণায়ন ৪ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বহুদিন আগে থেকেই আলোচনা ও পর্যালোচনা ও ঝুঁকি মোকাবেলায় সম্ভাব্য করণীয় বিষয়গুলোতে আলোকপাত করলেও এ ব্যাপারে কোন সুদৃঢ় রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি দীর্ঘদিন পর্যন্ত উপেক্ষিত ছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক ও ঐতিহাসিক ভাবে উন্নতদেশ ও তাদের ভোগবাদী জীবন দর্শন দায়ী বলে সর্বমহলে স্বীকৃত হলেও ঝুঁকি হ্রাসে উন্নতদেশ সমূহের অবস্থান বরাবরের মতোই একপেশে ও নিজ স্বার্থ কেন্দ্রিক। ধনী দেশগুলোর দায়িত্বহীনতা ও অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতার কারনে জলবায়ু পরিবর্তনের সমঝোতা আলোচনা "কনফারেন্স অব দা পার্টিস" (Conference of Parties) থেকে কোন কার্যকর রাজনৈতিক পদক্ষেপ/ঘোষণা আসেনি।

সর্বশেষ ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস-এ অনুষ্ঠিত ২১তম সমঝোতা আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যদেশসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় একটি বৈশ্বিক চুক্তিতে একমত হয়। প্যারিস চুক্তি (The Paris Agreement) নামে খ্যাত এ চুক্তিতে বিশ্বনেতৃত্ব বৈশ্বিক গড় উষ্ণায়ন প্রাক-শিল্পায়ন যুগের পর্যায় থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের যথাসম্ভব নিচে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এবং সম্ভব ও সম্ভাবনা সাপেক্ষে উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়ে একমত হন।

প্যারিস চুক্তি প্রনয়ণের প্রায় চার বছর অতিক্রান্ত হলেও জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ চুক্তির বাস্তবায়ন প্রত্যাখ্যান করেছে। ইতোমধ্যে, প্যারিস চুক্তিতে

গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিয়ে রাজনৈতিক বিভেদ আরও বেড়েছে। বৈশ্বিক কার্বন নির্গমণের জন্য যেসব দেশ ঐতিহাসিকভাবে দায়ী তারা কোনোভাবেই তাদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিঃসরিত কার্বন কমানোর ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখছে না এবং তারা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সঠিকভাবে অর্থায়ন করছে না। ইতোমধ্যে, আইপিসিসি'র গবেষণায় বিশ্বনের্তৃত্বকে সতর্ক করা হয়েছে যে, বৈশ্বিক কার্বন নির্গমণের হ্রাস ও উষ্ণায়ন এখন থেকেই কমানো সম্ভব না হলে আগামী ১২ বছরের মধ্যে বৈশ্বিক গড় উষ্ণায়ন প্রাক-শিল্পায়ন যুগের পর্যায় থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করতে পারে। এবং এটাকে এখনই নিয়ন্ত্রন করা না গেলে ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। যার ফলে বৃদ্ধি পাবে জলবায়ু জনিত ক্ষয়ক্ষতি।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে, বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তুলেছে সুইডেনের স্কুলপড়ুয়া ১৬ বছর গ্রেটা থানবার্গ (Greta Thunberg)। জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে জেনে ও সুইডেনের ভয়াবহ দাবানল ও দাবানলের বিভীষিকা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করার পর কিছু একটা করার প্রচন্ড তাগিদ অনুভব করে গ্রেটা। সেই তাড়না থেকে ২০১৮ সালের ২০ আগষ্ট সুইডিশ পার্লামেন্টের সামনে একাই দাঁড়িয়ে যায় একটা প্ল্যাকার্ড হাতে। যেখানে লেখা ছিল, "School Strike for Climate".

খুব দ্রুত শুধু সুইডেন না, পুরো বিশ্বের স্কুলপড়ুয়ারা নেমে আসে রাস্তায়। ধর্মঘট করে তারা জানান দেয় সুস্থ-পরিচ্ছন্ন একটা পৃথিবীতে তাদেরও বেড়ে ওঠার অধিকারের কথা। স্কুল পড়ুয়া কিশোর কিশোরীদের এ কার্যক্রম বিশ্ব বিবেককে প্রচণ্ড ভাবে ধাক্কা দেয়। এ আন্দোলনের সাথে ক্রমে সমগ্র বিশ্বের যুব ও নাগরিক সমাজ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে সম্পৃক্ত হতে থাকে। বিশ্বব্যাপী এ অহিংস ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৩ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের বিশেষ জলবায়ু বিষয়ক অধিবেশনকে সামনে রেখে তিন দিন আগে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ধর্মঘটের (Global Climate Strike, 20-27 September) ডাক দেয় গ্রেটা ও তরুণ সমাজ।

গ্রেটা ও সারাবিশ্বের তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের সাথে আমরাও একাত্মতা পোষণ করছি। আমরা বিশ্বের নেতৃত্ব কে আহবান জানাচ্ছি, যাতে করে তারা জাতীয়তাবাদী স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বৈশ্বিক স্বার্থ রক্ষায় ঐক্যমতে আসেন। আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য নিরাপদ পৃথিবী নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য পৃথিবীর গড় উষ্ণায়ন প্রাক-শিল্পায়ন যুগের পর্যায় থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এ সীমাবদ্ধ রাখার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাশপাশি আমরা দাবী করছি যে, জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে, কার্বন উদগীরণ কমাতে এবং উন্নয়নের নামে অপরাজনীতি পরিহার করে পৃথিবীকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে যেন দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

যোগাযোগঃ	**আয়োজনেঃ**
মোঃ শামছুদ্দোহা, ০১৭২৯২৫৯৪৯১ মোঃ আতিকুর রহমান টিপু, ০১৮৪৭০৯১৬১১ মোঃ মোস্তাফা কামাল আকন্দ, ০১৭১১৪৫৫৫৯১ মোঃ মাহবুবুর রহমান, ০১৭৩৮১৩৫১১৯ মোঃ মুজিবর রহমান, ০১৭১৪০১১৯০১	সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এ্যান্ড ডেভলাপমেন্ট (সিপিআরডি) কোষ্ট ট্রাস্ট কোষ্টাল ডেভেলাপমেন্ট পার্টনারশিপ (সি. ডি. পি.) নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বাংলাদেশ (এন. সি. সি. বি) শরীয়তপুর ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি (এস. ডি. এস)